Sanatan Dharma

মা শীতলা

ওঁ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্ । মার্জন্যা পূর্ণকুম্ভামমৃতময় জলং তাপশান্ত্যৈ ক্ষিপন্তীম্ ।। দিগবস্ত্রাং মূর্ধ্নি শূর্পাং কণকমণিগণৈর্ভূষিতাঙ্গীং ত্রিনেত্রাম্ । বিস্ফোটাদ্যুগ্রতাপ প্রশমনকরীং শীতলাং তাং ভজামি ।।

মা শীতলার প্রনামঃ

ওঁ ওঁ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্ । মার্জনীকলসোপেতোং শূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্ ।। শীতলে ত্বং জগম্মাতঃ শীতলে ত্বং জগৎপিতা । শীতলে ত্বং জগদ্ধাত্রী শীতলায়ৈ নমো নমঃ ।।

মা শীতলা কে ?

তিনি মহামায়ার একটি রূপ। তিনি এই রূপে পীরা হরণ করেন। জগতবাসীর পীড়া হরণ করবার জন্য আদিশক্তি ভগবতী শীতলা রূপ ধারন করেছেন। মা শীতলাকে অনেকে বসন্ত রোগের বাহক মনে করেন ও মা শীতলার নাম শুনলে ভয় পান। সেই লোকেদের বিশ্বাস মা শীতলা পূজা পাবার জন্য রোগ দান করেন। সেই সমস্ত লোক গুলো অকাট মূর্খ। মা কোনদিন সন্তান কে রোগ দেন না । আর মা পূজার ভিখারী নন । মা হলেন স্বয়ং অন্নপূর্ণা। মা ধান দেন- আমরা খাই। সুতরাং মায়ের কোন কিছুর অভাব নেই। আমরা মায়ের জিনিষ মাকেই অর্পণ করি।

মা রোগ দিতে নয়, রোগ হরণ করতে আসেন। মা শীতলা ঝাঁটা, শূর্প ধারন করেন। ঝাটা, শূর্প অর্থাৎ কূলো দ্বারা আমরা ময়লা ঝাড়ি। মা রোগ তাড়ান তাই তিনি প্রতীক রূপ ঝাঁটা শূর্প ধারন করেন। মায়ের হাতে অমৃত কুম্ভ থাকে, সেই শান্তিবারি দিয়ে সর্বত্র শান্ত করেন। মা শীতলার হাতে পাখা থাকে। পাখার দ্বারা তিনি শীতল করেন, তাই তিনি মা শীতলা । মা শীতলার বাহন গর্দভ। গর্দভ কে আমরা বোকা বললেও আসলে সে চুপচাপ ভাবে কাজ করে মালিকের। গর্দভ আমাদের নিস্কাম কর্ম, নিঃস্বার্থ ভাব শেখায়। আবার কবিরাজী চিকিৎসায় গর্দভীর দুধ দিয়ে বসন্ত রোগের প্রতিষেধক বানানো হয়। তাই মায়ের বাহন গর্দভ। মাকে দেখে কোনরূপ ভীত হবার কারন নেই। মায়ের নাম শীতলা। মায়ের নাম স্মরণ করলে রোগ নাশ হয়। আজ শীতলা অষ্টমী। মায়ের কাছে আমরা আয়ু, আরোগ্য, বল, যশ প্রার্থনা করবো ।